রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৩—১৮৩	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
		৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩২৯—৩৪৪	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
		(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
		(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৩—১২৪	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫) . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৮১—৩৯২	(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

মানব সম্পদ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ মাঘ ১৪৩১/০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ১১.০০.০০০০.৮০৩.১৯.১৭৪.১৭-৪২—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্মসচিব জনাব এ. কে. এম. জি কিবরিয়া মজুমদার বিজিবি কর্তৃক আটক হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার জিআর মামলা নং-৩৪৩/২০২৪ এবং ঢাকা জেলার পল্টন থানার জিআর ৩৭৯/২০২৪ নং মামলা চলমান থাকার প্রেক্ষিতে জেল হাজতে অবস্থান করায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস পার্ট-১ এর বিধি-৭৩(২) ও সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা মোতাবেক ১২-১০-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি কর হলো।

শহিদুল ইসলাম
সহকারী সচিব (প্রতিকল্প কর্মকর্তা)।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪৩১/২২ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৪.১৭-৪৬—কর্মসংস্থান ব্যাংক এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালকের পদ হতে জনাব আবু ছালেহ মুহাম্মদ ফেরদৌস খান-কে নির্দেশক্রমে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৪.১৭-৪৭—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ এর ধারা ৯(১)(খ) অনুযায়ী সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার-কে কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪৩১/২৬ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭-৫১—প্রবাসি কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১০(১)(ঝ) অনুযায়ী ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-এর মহাপরিচালক জনাব নূর মোঃ মাহবুবুল হক, অতিরিক্ত সচিব এবং পরিচালক জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন, যুগ্মসচিব-কে তাঁদের যোগদানের তারিখ হতে উক্ত মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালীন [সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর মেয়াদে] প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
উপসচিব।

ক্ষুদ্রঋণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.৪১২.১১.০০৫.২৪.১৫২—বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সংঘবিধির ৫.২ (ii) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতবলে নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই) জনকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পর্ষদে ০২ (দুই) বৎসরের জন্য সরকার মনোনীত সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

ক্র.নং	নাম ও পরিচয়	পদবি
০১	প্রফেসর মোঃ জহুরুল আলম সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি বি. বি কলেজ, পল্লবী, ঢাকা	সদস্য, সাধারণ পর্ষদ
০২	জনাব মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন বোর্ড অফ ডিরেক্টর, চিটাগাং সোস্যাল বিজনেস সেন্টার লিমিটেড	সদস্য, সাধারণ পর্ষদ

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ অতুল মন্ডল
উপসচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ মাঘ ১৪৩১/০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০০৭.২২-০৩—যেহেতু, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ভোলা সদর, ভোলা এর বিরুদ্ধে জনৈক বনানী বড়াল (পিতা-সুখরঞ্জন বড়াল, মাতা-অনিমা বড়াল, গ্রাম-কাপড়কাঠি, পোঃ শতদলকাঠি, উপজেলা-ঝালকাঠি সদর, জেলা-ঝালকাটি) কর্তৃক বরিশাল কোতয়ালী থানায় ২০০০ সালের নারী নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত-২০০৩) এর ৯ (১) ধারা মোতাবেক মামলা (মামলা নং-১৭, তারিখ: ১১ মে ২০২২) দায়ের করা হয়। ২০১০ সালে তিনি ঝালকাঠিতে কর্মকালে কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থী জনৈকা বনানী বড়াল কর্তৃক তার বিরুদ্ধে অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ আনয়ন করা হয়। অভিযোগকারী (জনৈকা বনানী বড়াল)-কে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে বরিশাল শহরের বিভিন্ন স্থানে বাসা ভাড়া নিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনসহ বিবাহের প্রতিশ্রুতি প্রদানকরতঃ ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ অভিযোগকারীকে ভাড়া বাসায় একাধিকবার ধর্ষণ করেন মর্মে অভিযোগ আনয়ন করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এর অভিযোগে ০৯/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ কর হয়;

২। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব দাখিলকরতঃ তিনি ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ শেষে তাঁর বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ভোলা এর বিরুদ্ধে আনীত ধর্ষণ এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়;

৩। যেহেতু, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ভোলা এর বিরুদ্ধে জৈনক বনানী বড়াল কর্তৃক মামলা নং-১৭, তারিখ: ১১ মে ২০২২ দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় ০৩-০৭-২০২৪ তারিখ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৯(১) ধারার অভিযোগ হতে নির্দোষ সাব্যস্তে The Code of Criminal Procedure এর 265H ধারামতে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ভোলা-কে খালাস দেয়া হলো মর্মে আদেশ প্রদান করা হয়;

৪। যেহেতু, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ভোলা এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১৭/২০২২ নং মামলা হতে অব্যাহতি ০৮ জানুয়ারি ২০২৩ হতে দীর্ঘদিন সাময়িক বরখাস্ত থাকার ফলে তার নিজ ও পরিবারের আর্থিক সংকট ও মানবেতর জীবন-যাপনসহ সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত), ভোলা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। এ কারণে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭ (২) (ক) বিধি অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ভোলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ক) বিধি মোতাবেক অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৬। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

নং ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০০৬.২২-০৫—যেহেতু, আপনি জনাব মানিক চন্দ্র রায়, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সাদুল্যপুর, গাইবান্ধা (অতিরিক্ত দায়িত্ব, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সাঘাটা, গাইবান্ধা) এর বিরুদ্ধে সাঘাটা উপজেলায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ১ম কিস্তির বিল প্রদানের ক্ষেত্রে ১০% হারে উৎকোচ দাবি করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

২। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত উৎকোচ দাবির অভিযোগের বিষয়ে চারটি পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত (দৈনিক মাধুকর, দৈনিক ঘাঘট, দৈনিক বগুড়া এবং সমকাল পত্রিকা) হয়;

৩। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সাঘাটা উপজেলার ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত ছয়টি এতিমখানার সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় (স্মারক: ১৯২,১৬ মার্চ ২০২২);

৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে সাঘাটা উপজেলাধীন ছয়টি এতিমখানার (১) যুগন্ধর শিশু সদন, জুমারবাড়ি (২) চরপাড়া ছালাম খোতেজা হাফিজিয়া এতিমখানা (৩) কৈচড়া আবেদীয়া মাছুমা উলুম নারানী হাফিজিয়া এতিমখানা (৪) ফুলিয়াদিগর এতিমখানা (৫) মেছট হাফিজিয়া এতিমখানা ও (৬) বারকোনো পশ্চিমপাড়া হাফিজিয়া এতিমখানা সভাপতি, সম্পাদক, সুপারিনটেনডেন্টসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দের কাছে উৎকোচ দাবি ও দর কষাকষির "ভয়েজ/অডিও রেকর্ড' বিষয়ে চারটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন সত্য মর্মে প্রমাণিত হয়;

৫। যেহেতু, জনাব মানিক চন্দ্র রায়, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা (অতিরিক্ত দায়িত্ব, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সাঘাটা, গাইবান্ধা) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবিরণী, অভিযুক্ত কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং অভিযোগকারীদের সাথে টেলিফোনের আলাপ পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, জনাব মানিক চন্দ্র রায় এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী অসদাচরণ সম্পর্কিত অভিযোগের সত্যতা রয়েছে;

৬। সেহেতু, সার্বিক ঘটনার প্রেক্ষাপট ও অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জনাব মানিক চন্দ্র রায়, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা (অতিরিক্ত দায়িত্ব উজেলা সমাজসেবা অফিসার, সাঘাটা, গাইবান্ধা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (২) (ক) বিধি অনুযায়ী " তিরস্কার" দন্ড প্রদান করা হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মহিউদ্দিন
সচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪৩১/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিষয়ঃ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের শূন্য পদে ০১ (এক) জন ট্রাস্টির মনোনয়ন।

নং ১৬.০০.০০০০.০২৭.১১.০০১.২৩-২৯—উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৩-১১-২৪ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০২৭.১১.০০১.২৩.১৫০ নং প্রজ্ঞপনমূলে ২৫ (পচিঁশ) সদস্য বিশিষ্ট হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সন্মানিত ট্রাস্টি জনাব রনজিত কুমার রায়, পিতা-মৃত গলীরাম রায়, গ্রাম-নোধাবাড়ী, ডাকঘর-ভাদুয়া, উপজেলা-পীরগঞ্জ, জেলা-ঠাকুরগাঁও এর অব্যাহতি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সত্যজিত কুমার কুন্ডু, পিতা-নারায়ন চন্দ্র কুন্ডু, মাতা-বাসন্তী রাণী কুন্ডু, গ্রাম-ঘোষপাড়া, ডাকঘর-ঠাকুরগাঁও, থানা ও জেলা-ঠাকুরগাঁও-কে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত ট্রাস্টি হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

২। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

হাসনে বানু
সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৮৫.০৪.০০৮.২৪-১৪—জনাব মোঃ সাহেদুল হক এঁর সাজা স্থগিতের বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদন এবং আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No.V of 1898)-এর ধারা ৪০১(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিশেষ জজ আদালত নং-০৮, ঢাকা এর বিশেষ মামলা নং ১১/২০২২ [মেট্রো বিশেষ মামলা নং-২২৭/১৯ এবং দুদক সজেকা-০১, ঢাকা থানার মামলা নং-২২/(১২)১৯]-এ তাঁর বিরুদ্ধে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ আপীল দায়েরের নিমিত্ত বিনাশর্তে ০১ (এক) বছরের জন্য নির্দেশক্রমে স্থগিত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
উপসচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৫ মাঘ ১৪৩১/ ২৯ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৩.২০২৪-৭০—যেহেতু, জনাব মোঃ শাহজাহান (বিপি-৬৫৮৬০১১০০৮), সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন), সদর ট্রাফিক বিভাগ, বর্তমানে সহকারী পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল হতে অবসর প্রাপ্ত । তিনি পুলিশ পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন), সদর ট্রাফিক বিভাগ, মাগুরায় কর্মরত থাকাবস্থায় গত ০৬-০২-২০২২ তারিখ বিকাল আনুমানিক ৩:২০ ঘটিকায় টিএসআই আব্দুল মান্নান, মাগুরা ভায়নামোড়ে দায়িত্ব পালনকালে মামুন, পিতা-আঃ মান্নান, সাং- হোগলডাঙ্গা, থানা-শ্রীপুর, জেলা-মাগুরার মোটর সাইকেল মাগুরা-ল-১১-০৪৯২ এর কাগজপত্র না থাকায় আটক করেন। গত ০৭-০২-২০২২ তারিখ দুপুর আনুমানিক ১:০০ ঘটিকায় মামুন ট্রাফিক অফিসে এসে নগদ ৮,১০০/-টাকা প্রদান করলে মোটর সাইকেলটি তাকে ফেরত দেয়া হয়। গত ৮-১০-২০২১ তারিখ সকাল আনুমানিক ৯:০০ ঘটিকায় বর্ণিত টিএসআই নতুন বাজার এলাকায় দায়িত্ব পালনকালে ফরহাদ, পিতা মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, সাং-নালিয়াডাঙ্গি, থানা-সদর, জেলা-মাগুরা'র ব্যবহৃত মোটর সাইকেলের কাগজপত্র না থাকায় আটক করেন। গত ১০-১০-২০২১ তারিখ বিকাল আনুমানিক ৩:০০ ঘটিকায় ফরহাদের পিতা-শাহাদাৎ হোসেন ট্রাফিক অফিসে এসে নগদ ৫,০০০/-টাকা প্রদান করলে মোটর সাইকেলটি তাকে ফেরত দেয়া হয়। গত ১০-০১-২০২২ তারিখ বিকাল আনুমানিক ৪:৫০ ঘটিকায় বর্ণিত টিএসআই মাগুরা-ঢাকা স্ট্যাণ্ডে মোঃ সোহেল, পিতা মোঃ সাইফুল, সাং-বানিবহ, থানা-সদর, জেলা-রাজবাড়ির ব্যবহৃত মোটর সাইকেলটি রাজবাড়ি হ-১২১৬৩৫ এর কাগজপত্র না থাকায় আটক করেন। আনুমানিক এক সপ্তাহ পরে মোঃ সোহেল ট্রাফিক অফিসে এসে নগদ ৫,১০০ টাকা প্রদান করলে তা সোহেলকে ফেরত দেয়া হয়। গত ৫-৯-২০২১ তারিখ দুপুর আনুমানিক ১২:০০ ঘটিকায় বর্ণিত টিএসআই ভায়না মোড়ে দায়িত্ব পালনকালে মোঃ শাজাহান, পিতা-মোঃ শহর আলী, সাং-মিঠাপুকুর, থানা ও জেলা-মাগুরার রেজিস্ট্রেশনবিহীন মোটর সাইকেলটি আটক করেন। তিনি নগদ ৬,০০০/ টাকা প্রদান করলে মোটর সাইকেলটি তাকে ফেরত দেয়া হয়। গত ০৯-০৯-২০২১ তারিখ সকাল আনুমানিক ৮:০০ ঘটিকায় বর্ণিত টিএসআই মাগুরা-ঢাকা স্ট্যান্ডে দায়িত্ব পালনকালে জাহিদ, পিতা-মোঃ হাফিজার, সাং-ঘোষপুর,থানা- মোহাম্মদপুর, জেলা-মাগুরার মোটর সাইকেল ঢাকা মেট্রো ল-৩৭১৪০৭ এর কাগজপত্র না থাকায় আটক করেন। তার নিকট নগদ ৫,০৫০/-টাকা দিলে ছাড়পত্র প্রদান করেন। উক্ত হাফিজার রহমানের নিকট হতে ৫,০৫০/- টাকা আদায় করলেও সরকারি কোষাগারে ৩,০০০/-টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে। গত ০৯-০৯-২০২১ তারিখ সকাল আনুমানিক ১১:১৫ ঘটিকায় বর্ণিত টিএসআই মাগুরা-ঢাকা স্ট্যাণ্ডে দায়িত্ব পালনকালে মোঃ কবির হোসেন, পিতা-আঃ সাত্তার, সাং-কাখন্দা, থানা ও জেলা- সাতক্ষীরার পিকআপ গাড়ি মেট্রো ন-৯৫৩৯ এর কাগজপত্র না থাকায় গাড়িটি আটক করেন। এসময় ট্রাফিক অফিসে দায়িত্বরত কং/মোঃ জিল্লুর রহমান (বিপি-৯৯১৮২২০০৬৪) ও নারী কং/চায়না খাতুন (বিপি-৯১১১১৪২৪৯০) ৩,৫০০/- টাকা নগদ গ্রহণ করে তাকে ছাড়পত্র দেন। তার নিকট হতে ৩,৫০০/- টাকা আদায় করলেও সরকারি কোষাগারে ২,৫০০/- টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে। গত ৩১-০৫-২০২১ তারিখ সকাল আনুমানিক ৯:৩০ ঘটিকায় বর্ণিত টিএসআই মাগুরা জেলার ভায়না মোড়ে দায়িত্ব পালনকালে মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিতা-আব্দুল হাই, সাং কুমরুল, থানা-মহম্মদপুর, মাগুরার মোটরসাইকেল মাগুরা ল-১১-৪০৩৬ আটক করেন। মোটর সাইকেলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে মাগুরা ট্রাফিক অফিসে আসলে ট্রাফিক অফিসে কর্মরত কং/জিল্লুর রহমান ৫,০৫০/- টাকা নগদ গ্রহণ করেন তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রস্তাব পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গত ২৯-০১-২০২৫ তারিখ গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত অবসর গমণ করায় তার বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়া যায়;

৩। সেহেতু, জনাব মোঃ শাহজাহান (বিপি-৬৫৮৬০১১০০৮), সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন), সদর ট্রাফিক বিভাগ, মাগুরা বর্তমানে সহকারী পুলিশ কমিশনার, বিএমপি, বরিশাল থেকে অবসরপ্রাপ্ত-এর সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ এবং দুর্নীতিপরায়ণতা" এর পর্যায়ভুক্ত তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে অবসর গমণ করায় তাকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১২.২০২৫-৭১**—যেহেতু জনাব অভিরঞ্জন দেব (বিপি-৭৩০০০২৮৫৮৬), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), পিবিআই, নেত্রকোণা, অফিসার ইনচার্জ হিসাবে পূর্বধলা থানা, নেত্রকোণায় কর্মরত থাকাকালে একই থানায় কর্মরত এসআই মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (বিপি-৮৩০৩০৯০২৮২) কর্তৃক গত ২৭-০২-২০১৮ তারিখ কলমাকান্দা থানার মামলা নং-০৬(০৯)৯৯, দায়রা মোকাদ্দমার নং ২১/২০০১ এবং জিআর নং-৩৬৬(০২)৯৯ সংক্রান্তে স্থানীয়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা যথাযথ যাচাই-বাছাই না করে গ্রেফতারি পরোয়ানায় (সাজাপ্রাপ্ত) মৃত আসামী নুরুল ইসলাম নুররা (তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুর সনদ অনুযায়ী মৃত্যুর তারিখ: ১১-১০-২০১৩), পিতা-মৃত আব্দুল হোসেন, সাং- শালদিঘা, থানা-পূর্বধলা, জেলা- নেত্রকোণা এর পরিবর্তে একই গ্রামের দিনমজুর মোঃ নূর ইসলাম (পিতা-মৃত হোসেন আলী, মাতা-ফুলবানু) কে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। আটককৃত নূর ইসলামের আত্মীয় স্বজন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রকৃত আসামীর মৃত্যুর সনদ দাখিল সাপেক্ষে ৪৯ দিন (২৭-০২-২০১৮ হতে ১৬-০৪-২০১৮) হাজতবাস করে আটককৃত নূর ইসলাম (পিতা-মৃত হোসেন আলী, মাতা-ফুলবানু) জেল হাজত হতে মুক্তি পান। উক্ত ঘটনায় সাক্ষীদের জবানবন্দী ও তদন্ত প্রতিবেদনে অসদাচরণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪ (৩)(ক) মোতাবেক "গুরুদণ্ড" হিসাবে ০২ বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন: এবং

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২৯-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব অভিরঞ্জন দেব (বিপি-৭৩০০০২৮৫৮৬), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), পিবিআই, নেত্রকোণা ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ, পূর্বধলা থানা, নেত্রকোণা এর আপিল আবেদন মঞ্জুর করা হলো এবং তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪ (৩)(ক) মোতাবেক ০২ বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৩.২০২৫-৭২—যেহেতু, জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, (বিপি-৬৭৯৫০৭৪৫২১) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সাবেক অফিসার ইনচার্জ, তাড়াশ থানা, সিরাজগঞ্জ জেলা, (বর্তমানে ৪ এপিবিএন, বগুড়ায় কর্মরত)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ (১) ভিকটিম ধারালো অস্ত্রের দ্বারা গুরুতর আহত হওয়ার চিকিৎসা সনদপত্রসহ অভিযোগ দিলেও তিনি মামলা রুজু বা আইনগত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি; (২) বিজ্ঞ আদালত অভিযোগকারিণীর দাখিলকৃত পিটিশন তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করলেও তিনি বিজ্ঞ আদালতের আদেশানুসারে আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন; (৩) তিনি অভিযোগকারিণীর পক্ষের সাক্ষীদের সমঝোতা/মীমাংসার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যের ভাইয়ের নিকট যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন; (৪) তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে তিনি ভূতাপেক্ষভাবে তাড়াশ থানার পত্র গ্রহণ রেজিস্টারে দ্রুত পিটিশন নং- ১০/১৯ অন্তর্ভুক্ত করান; (৫) তিনি তদন্তে বিলম্ব আড়াল করার লক্ষ্যে মিথ্যাভাবে পত্র গ্রহণ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তি এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ না করেও ভূতাপেক্ষভাবে অগ্রবর্তিতার স্বাক্ষর প্রদান করেন। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, (বিপি-৬৭৯৫০৭৪৫২১) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সাবেক অফিসার ইনচার্জ, তাড়াশ থানা, সিরাজগঞ্জ জেলা, (বর্তমানে ৪ এপিবিএন, বগুড়ায় কর্মরত)-এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি, তার চাকরিকাল, বয়স ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ (১)(ক) অনুযায়ী উপ-বিধি (২)(ঘ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে ০২ (দুই) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২৯-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, (বিপি-৬৭৯৫০৭৪৫২১) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সাবেক অফিসার ইনচার্জ, তাড়াশ থানা, সিরাজগঞ্জ জেলা, (বর্তমানে ৪ এপিবিএন, বগুড়ায় কর্মরত)-এর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রকৃতি, তার চাকরিকাল, বয়স ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ (১)(ক) অনুযায়ী উপ-বিধি (২)(ঘ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে ০২ (দুই) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ মাঘ ১৪৩১ /২৩ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০২.০৪১.১৭-১২৫—গাজীপুর জেলার টঙ্গী পশ্চিম থানার এফ.আই.আর, নং-০৩, তারিখ: ১-৩-২০২১ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৯(৩) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল হাই
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ

নং **৫৬.০২.০০০০.০১৪.১৮.০০৮.২৪-২৫৪**—বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখের ৫৬.০২.০০০০.০১৪.১৮.০০৮.২৪-২৪১ নং স্মারকের শর্ত প্রতিপালন না করায় এ্যাপলোমটেক বিডি লিঃ এর নিম্নোক্ত ঠিকানায় বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলোজি পার্ক ঘোষণাটি এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, এ্যাপলোমটেক বিডি লিঃ, প্লট নং-৬৪১, রোড নং-০৩, ব্লক নং-এইচ, বসুন্ধরা আর/এ, ঢাকা-১২১২।

এস, এম, ফরিদ উদ্দিন
পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)(উপসচিব)।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং

নং **৫৬.০২.০০০০.০১৪.১৮.০০৮.২৪-২৫৫**—বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখের ৫৬.০২.০০০০.০১৪.১৮.০০৮.২৪-২৪১ নং স্মারকের শর্ত প্রতিপালন না করায় ডেভোটেক টেকনোলজি পার্ক লিঃ এর নিম্নোক্ত ঠিকানায় বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলোজি পার্ক ঘোষণাটি এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, ডেভো টেক টেকনোলজি পার্ক লিঃ, নিলয় ম্যানশন, প্লট নং-১১, রোড নং-১১৩/এ, গুলশান-২, ঢাকা -১২১২, বাংলাদেশ।

এস, এম, ফরিদ উদ্দিন
পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)(উপসচিব)।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং

নং **৫৬.০২.০০০০.০১৪.১৮.০০৮.২৪-২৫৬**—বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখের ৫৬.০২.০০০০.০১৪.১৮.০০৮.২৪-২৪১ নং স্মারকের শর্ত প্রতিপালন না করায় বিজেআইটি লিঃ এর নিম্নোক্ত ঠিকানায় বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলোজি পার্ক ঘোষণাটি এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, বিজেআইটি লিঃ, হাউজ-৭, রোড-২/সি, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা -১২১২ ।

এস, এম, ফরিদ উদ্দিন
পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)(উপসচিব)।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং

নং **৫৬.০২.০০০০.০১৪.১৮.০০৮.২৪-২৫৭**—বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখের ৫৬.০২.০০০০.০১৪.১৮.০০৮.২৪-২৪১ নং স্মারকের শর্ত প্রতিপালন না করায় কাজী আইটি সেন্টার লিঃ এর নিম্নোক্ত ঠিকানায় বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলোজি পার্ক ঘোষণাটি এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, কাজী আইটি সেন্টার লিঃ, হাউজ নং-১/বি, রোড নং-১২, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা -১২২৯ ।

এস, এম, ফরিদ উদ্দিন
পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)(উপসচিব)।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং

নং **৫৬.০২.০০০০.০১৪.১৮.০০৮.২৪-২৫৮**—বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখের ৫৬.০২.০০০০.০১৪.১৮.০০৮.২৪-২৪১ নং স্মারকের শর্ত প্রতিপালন না করায় হ্যালো ওয়ার্ড কমিউনিকেশন লিঃ এর নিম্নোক্ত ঠিকানায় বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলোজি পার্ক ঘোষণাটি এতদ্বারা নির্দেশক্রমে বাতিল করা হলো:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, হ্যালো ওয়ার্ড কমিউনিকেশন লিঃ, ১১তলা, বিজিএমইএ ভবন, ঝাউতলা রোড, খুলশী, চট্টগ্রাম।

এস, এম, ফরিদ উদ্দিন
পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)(উপসচিব)।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ মাঘ ১৪৩১/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৩.২৫-৪৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ ইমরানুর রহমান (১০৯২৩০৩৫), উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, সালথা, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতঃ বিধি বহির্ভূতভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র সৃজনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

যেহেতু, অপরাধের মাত্রা ও প্রকৃতি বিবেচনায় জনস্বার্থে তাকে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(১) এর বিধান মোতাবেক মোঃ ইমরানুর রহমান, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, সালথা, ফরিদপুর-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

১। সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) ও অন্যান্য আইনানুগ সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ মাঘ ১৪৩১/০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.১৪০.১৯.২০০.২১-৩৫**—যুক্তরাজ্যের লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা শাখায় কর্মরত সহকারী প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা উইং কমান্ডার মোঃ সাইফুর রহমান, পিএসসি (বিডি/৯০৭৬), জিডি (পি)-এর গত ১৯ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জন্মগ্রহণকারী প্রথম সন্তান 'MARYAM RAHMAN SAHAR' (মারইয়াম রহমান সাহার)-এর নাম পরিবারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী উক্ত সন্তান সকল সরকারি সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
তদন্ত শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪৩১/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং **১৩.০০.০০০০.০২৩.০৪.০০১.২৪.২১৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল হক খন্দকার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), পঞ্চগড় হিসেবে কর্মকালে গত ০২-১২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পঞ্চগড় খাদ্য নিয়ন্ত্রকের বরাদ্দের জালিয়াতি' শীর্ষক সংবাদের বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তদন্ত করা হয়। উক্ত তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার একটি বন্ধ ও অচল অটোমেটিক রাইস মিলের নতুন লাইসেন্স দিয়ে বোরো, ২০২৩ মৌসুমে চাল বরাদ্দ প্রদানের অভিযোগটি সত্য মর্মে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, "মেসার্স মোহাম্মদ এন্টারপ্রাইস অটো রাইস মিল" নামীয় আলোচ্য চালকলটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিগত ৩১-১০-২০২০ খ্রি. হতে বিচ্ছিন্ন। এছাড়া, অটোমেটিক রাইস মিলের বয়লার লাইসেন্স হতে বাধ্যতামূলক হলেও উক্ত অটোমেটিক রাইস মিলের কোনো বয়লার লাইসেন্স ছিল না। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং বয়লার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও তিনি উক্ত অটোমেটিক চালকলের লাইসেন্স প্রদান করেন (লাইসেন্স নং: ০৩৮২১৩ তারিখ: ৩০-০৩-২০২৩); এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল হক খন্দকার, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক(ভারপ্রাপ্ত), পঞ্চগড় উল্লিখিত মেসার্স মোহাম্মদ এন্টারপ্রাইস অটো রাইস মিলে অবৈধভাবে লাইসেন্স দেয়ার পর উক্ত চালকলের সাথে ১৮-০৫-২০২৩ খ্রি. চাল সরবরাহের চুক্তি সম্পাদন করেন এবং তার দপ্তরের ২১-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখের ১৩.০১.৯৪০০.০০৫.০৭. ২৯৯. ২৩.৬০৭ নং স্মারকে উক্ত অটোমেটিক চালকলে ২১৪.৮৯০ মে. টন চালের বরাদ্দ আদেশ প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, উক্ত বরাদ্দ আদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায়, মেসার্স মোহাম্মদ এন্টারপ্রাইস অটো রাইস মিলটি পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বরাদ্দ আদেশে উক্ত অটো চালকলকে পার্শ্ববর্তী বোদা উপজেলায় চাল সরবরাহের নির্দেশনা প্রদান করেন। বরাদ্দ আদেশ প্রদানের তারিখ ২১-০৫-২০২৩ এর মজুত প্রতিবেদন অনুযায়ী আটোয়ারী উপজেলায় অবস্থিত ফকিরগঞ্জ এলএসডি (ধারণক্ষমতা ৩০০০ মে.টন) এ চালের মজুত ছিল ৬৫৫.৯৩৩ মে.টন এবং মির্জাপুর এলএসডি (ধারণক্ষমতা ২০০০ মে.টন) এ চালের মজুত ছিল ৩৯৪.৩৮৫ মে.টন। অর্থাৎ আটোয়ারী উপজেলার দুটি এলএসডিতে পর্যাপ্ত খালি জায়গা থাকা সত্ত্বেও তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পার্শ্ববর্তী উপজেলায় অবস্থিত বোদা এলএসডিতে (ধারণ ক্ষমতা ২৫০০ মে.টন) চালের সরবরাহ আদেশ প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল হক খন্দকার, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) পঞ্চগড় এর উক্তরূপ কর্মকান্ড অর্থাৎ অনুপযুক্ত অটোমেটিক চালকলে অবৈধভাবে লাইসেন্স প্রদান, তৎপরবর্তী সময়ে উক্ত চালকলে চালের অবৈধ বরাদ্দ আদেশ প্রদান, সংশ্লিষ্ট উপজেলার বাইরে পার্শ্ববর্তী উপজেলায় চাল সরবরাহের বিধিবহির্ভূত আদেশ প্রদান করেন। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। তিনি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মত দায়িত্বশীল পদে থেকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে ও অসৎ উদ্দেশ্যে সরকারি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে সুপরিকল্পিতভাবে এহেন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছেন, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (ঘ) বিধিমতে 'দুর্নীতি' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল হক খন্দকার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), নাটোর [প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) পঞ্চগড়] এর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ ও আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩ (ঘ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল হক খন্দকার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), নাটোর [প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) পঞ্চগড়] ০৪-১২-২৪ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীতে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তার জবাবের প্রেক্ষিতে ০৫-০১-২৫ খ্রিঃ তারিখে পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ কমিটির সদস্যদের ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে তাদের মৌখিক বক্তব্য শ্রবণ ও লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্ত এবং পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতা নির্ধারণ কমিটির সদস্যদের মৌখিক বক্তব্য, লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (ঘ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়; এবং

সেহেতু, জবাব মোঃ রেজাউল হক খন্দকার, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) , নাটোর [প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) পঞ্চগড়]-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এ বিধি ৪ এর উপবিধি (২) এর (ঘ) মোতাবেক ' বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। উক্ত অবনমিতকরণ ০১ (এক) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এবং মেয়াদান্তে পূর্ববর্তী এবং রিডাকশনকাল বার্ষিক বর্ধিত বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

নং **১৩.০০.০০০০.০২৩.০৪.০০৯.২৪-২১৯**—যেহেতু, জনাব মোঃ জাকির হোসেন তালুকদার, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরগুনা সদর, বরগুনা হিসেবে কর্মকালীন খাদ্য অধিদপ্তরের ০২-০৭-২০২০ খ্রি. এর ২৬৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ হিসেবে পদায়নপূর্বক ১২-০৭-২০২০ খ্রি. এর মধ্যে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের আদেশপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে যোগদান না করে ১৩-০৭-২০২০ খ্রি. হতে ১৯-০৬-২০২২ খ্রি. পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত সময়ে তার কর্মস্থলে দায়িত্ব হস্তান্তর এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেছেন এবং কোন তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাওয়া যায়নি। তিনি তার বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করেছেন এবং সরকারি কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে সরকারি স্বার্থ ক্ষুণ্ন করেছেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ জাকির হোসেন তালুকদার, প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিযন্ত্রক, বরগুনা সদর, বরগুনা এর উপর্যুক্ত কার্যকলাপ ও আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর শামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের ১৭-১১-২০২০ খ্রি. এর ৫৩১ নম্বর স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা আনয়ন করা হয়। তিনি উক্ত বিভাগীয় মামলার জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করায় ১৯-০১-২০২১ খ্রি. ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালে তার প্রদত্ত বক্তব্য, ইতঃপূর্বে দাখিলকৃত জবাব এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ জাকির হোসেন তালুকদার, প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিযন্ত্রক, বরগুনা সদর, বরগুনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' সূচক লঘুদণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত অর্ডারশিটে গৃহীত হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ জাকির হোসেন তালুকদার, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরগুনা সদর, বরগুনা হিসেবে কর্মরত খাকাকালীন তার বদলি আদেশের বিরুদ্ধে ০২-০৭-২০২০ খ্রি. এর ১৩.০১.০০০০.০০১.১৯.০০৫.১৬.২৬৬ নম্বর স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের ১নং ক্রমিকে বদলির আদেশ রদ, রহিত ও বাতিলক্রমে বর্তমান কর্মস্থলে বা বাগেরহাট সংলগ্ন অন্য কোনো স্থানে বদলির আদেশ দানের প্রার্থনায় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৮০ এর ৪ ধারায় বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বরিশালে এ.টি মামলা নং-২১/২০২০ দায়ের করেন। বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল উক্ত এ.টি মামলানং-২১/২০২০ এর ৭নং প্রতিপক্ষের সঙ্গে দোতরফা সূত্রে এবং অন্যান্য প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে নামঞ্জুর করে গত ২৩-০৬-২০২১ খ্রি. আদেশ প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ জাকির হোসেন তালুকদার, প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরগুনা সদর, বরগুনা এ.টি মামলার উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকায় এ.এ.টি মামলা নং-১৫৯/২০২১ দায়ের করেন। উক্ত এ.এ.টি মামলা বর্তমানে চলমান। তিনি তার বদলি আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত এ.এ.টি মামলা করলেও গত ২০-০৬-২০২২ খ্রি. বদলিকৃত স্থানে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ হিসেবে যোগদান করেন; এবং

যেহেতু, ০৬-০২-২০২০ খ্রি. এর ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২. ১৮-০৮ নং প্রজ্ঞাপনে "সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ এর ৪.১২ (খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক 'বিভাগীয় মামলা যখনই দায়ের হউক না কেন তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চূড়ান্ত অবসরগ্রহণের ০১ (এক) বৎসর সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে'। তিনি গত ০৪-০৮-২০২২ খ্রি. পিআরএল-এ গমন করেন। তার অবসরোত্তর ছুটি ০৪-০৮-২০২৩ খ্রি. সমাপ্ত হয়েছে; এবং

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযুক্তের বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) ও (গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কতর্ক জনাব মোঃ জাকির হোসেন তালুকদার , সাবেক উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ, প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরগুনা সদর, বরগুনা এর বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করে; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ জাকির হোসেন তালুকদার, সাবেক উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ, প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরগুনা সদর, বরগুনা উক্ত দণ্ড হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল আবেদন দাখিল করেন এবং তার ব্যক্তিগত আপিল শুনানী, ইতোপূর্বে দাখিলকৃত জবাব, তৎসংলগ্ন রেকর্ডপত্রাদি বিশ্লেষণ এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদির যথার্থতা রয়েছে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত দণ্ড যথোপযুক্ত এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রদান করা হয়েছে এবং আরোপিত দণ্ডও মাত্রাতিরিক্ত নয়। অধিকন্তু, এ বিভাগীয় মামলায় শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এ বর্ণিত নির্ধারিত পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং

সেহেতু সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে জনাব মোঃ জাকির হোসেন তালুকদার, সাবেক উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবসরপ্রাপ্ত), ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ, প্রাক্তন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরগুনা সদর, বরগুনা- কে গত ১৩-০৫-২০২৪ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড বাতিল বা সংশোধনের কোনো যৌক্তিক কারণ নাই প্রতীয়মান হওয়ায় আপিল আবেদন না-মঞ্জুর করে জনাব মোঃ জাকির হোসেন- কে প্রদত্ত দণ্ড বহাল রাখা হইল এবং আপিল মামলাটি এতদ্বারা নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ মাসুদুল হাসান
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখঃ ০৩ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০১.৭৮(১/১)-৮০**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ নামুছ, জন্ম তারিখঃ ০২-০৬-১৯৮৩ খ্রি., পিতা-আবু হারুন মোকাদ্দাস আহামদ, মাতা- হাফছা বেগম, গ্রাম- টেকপাড়া, ডাকঘর-রত্নাপালং, উপজেলা-উখিয়া, জেলা-কক্সবাজার।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার ০২ নং রত্নাপালং ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।